কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিক্ষকরা ক্লাসে প্রাণ ফিরেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে

সংশোধন নয় পে স্কেল সমন্বয় হবে : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামো সংশোধনের কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে সমন্বয় হতে পারে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

শিক্ষকদের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে কোনো কথা বলব না। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি দেখছেন। শিক্ষকদের ব্যাপারে আই হ্যাভ নো কমেন্টস।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

সংশোধন নয় পে স্কেল সমন্বয় হবে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আই অ্যাম ওয়েটিং যে শেষ পর্যন্ত কী হয়। নেগোসিয়েশন চলছে, নেগোসিয়েশন ফাইনাল যখন হবে তখন আই শ্যাল টক।'

প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটি তাদের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছে। তাদের দাবি পূরণে কোনো অগ্রগতি আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'ওয়েল সমঝোতা হচ্ছে। এসব আন্দোলনের ভিত্তিই হয় ইগনোরেন্স। রিপোর্ট পড়ার কারো সময় নেই। কারো সময় নেই অর্ডার পড়ার। এর পরও তারা মুভমেন্টে যায়।'

প্রকৃচির মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমাদেরও কিছুটা দোষ ছিল, যা তাদের সঙ্গে পরিষ্কার করা উচিত ছিল।' প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির সঙ্গে অর্থসচিব কথা বলেছেন বলেও জানান অর্থমন্ত্রী। বেতন কাঠামো নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের আন্দোলনের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'একটু ভুল হয়েছে। সচিব কমিটি এটা সংশোধন করবে।'

এদিকে অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোর বৈষম্য দূরীকরণে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি স্থগিত করে ক্লাসে ফিরে গেছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এর মধ্য দিয়ে দেশের ৩৭টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার আপাতত নিরসন হলো। শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরা ও শিক্ষার্থীদের পদচারণে প্রাণ ফিরেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

প্রায় ৯ মাস আগে অষ্টম বেতন কাঠামোর প্রস্তাব আসার পর পদমর্যাদার অবনমন ও গ্রেড বৈষম্য দূরীকরণসহ চার দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। পরে শিক্ষকদের দাবি পর্যালোচনায় বেতন বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটির সভাপতি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের তিনটি দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও ১০ দিন পর প্রকাশিত গেজেটে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা। দাবি আদায়ে ১০ দিন সময় দেওয়ার পর গত ১১ জানুয়ারি থেকে সারা দেশের স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন। বিষয়টি নিয়ে পরদিনই শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। একই সঙ্গে দাবি আদায়ে কর্মসূচি চালিয়ে যান শিক্ষকরা।

সর্বশেষ গত সোমবার গণভবনে শিক্ষকদের আট সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে ক্লাসে ফিরে যেতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার ক্লাসে ফিরে যান শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সকাল থেকেই ক্লাস হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ থেকে শীতকালীন ছুটি। তাই এক দিনের জন্য আর ক্লাস হয়নি বলে জানা গেছে। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ক্লাস হয়নি। তবে গতকাল রাতে শিক্ষক সমিতি বৈঠকে বসে আজ বৃহস্পতিবার থেকে ক্লাসে ফেরার ঘোষণা দেয়।

সাপ্তাহিক ছুটির দুই দিনসহ টানা ৯ দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গতকাল সকাল থেকেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষকরা ক্লাসে ফেরায় শিক্ষার্থীদের মধ্যেও দেখা গেছে প্রাণচাঞ্চল্য। সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, কলাভবন, টিএসসি ও মোকাররম হোসেন ভবন মুখর হয়ে ওঠে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, 'সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে রুটিন অনুযায়ী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক দিনের টানা কর্মবিরতিতে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে সেটি অতিরিক্ত ক্লাসের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া হবে।'